জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৩ · গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার · আয়করে প্রবৃদ্ধি দেশ ও দশের সমৃদ্ধি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৩

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩, ৩১ ভাদ্র ১৪২০

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনায়: DesH Media Communication

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
৩১ ভাদ্র ১৪২০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 'জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩' পালন ও দেশব্যাপী 'আয়কর মেলা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং এর যথাযথ ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও অর্থের অন্যতম প্রধান উৎস আয়কর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আয়করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিয়মিত ও সঠিক কর প্রদান একজন সুনাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। আমি মনে করি, আয়কর দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ধনী-গরীব বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের সুষমবন্টন এবং বিদেশী সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এজন্য আমি কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি সরল, সহজবোধ্য কর পদ্ধতি ও কর সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। প্রেক্ষিতে আয়কর দিবস পালন ও আয়কর মেলা আয়োজন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দিবসটির এবছরের প্রতিপাদ্য 'আয়করে প্রবৃদ্ধি' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। আয়কর বিভাগের অটোমেশন ও অনলাইনে কর প্রদান চালু করায় আমি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি 'জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩' ও 'আয়কর মেলা'র সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

'আয়করে প্রবৃদ্ধি, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি'-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর যথাযথ গুরুত্বের সাথে আয়কর দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি সম্মাননা এবং অপর ২০ জন করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসব উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আমাদের জাতীয় বাজেটের আয়তন আমরা পাঁচ বছরে দ্বিগুণিত করলেও জাতীয় আয়ের হিসেবে বাজেটটি এখনও যথেষ্ট ছোট। আমাদের আরও বেশি করে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় করতে হবে। একইসঙ্গে ন্যায়বিচার এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য জনগণের মাঝে কর-সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হবে।

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণকারী বর্তমান সরকার দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চায়, সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়, সাক্ষরতা সার্বজনীন করতে চায়। মহাজোট সরকার ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সক্ষমতার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে আয়কর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আয়কর বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, দেশে কর সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং বর্তমান সরকারের দিনবদলের স্বপ্নকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিগত বছরসমূহে আয়কর খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। আয়কর খাতে অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩ উপলক্ষে যে সকল সম্মানিত করদাতা সেরা ও দীর্ঘমেয়াদি করদাতা হবার গৌরব অর্জন করেছেন তাদের অভিনন্দন। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক দেশের সামর্থ্যবান সকল নাগরিক প্রদেয় আয়কর প্রদানে উৎসাহিত হবেন এবং কর-সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি সর্বসাধারণের কর-সংস্কৃতির বিকাশে অংশীদার হবার উদাত্ত আহ্বান জানাই। জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপন অর্থবহ হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবুল মাল আবদুল মুহিত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সরকারের রাজস্ব বোর্ডের আহরণের পাশাপাশি সামাজিক বন্টন নিশ্চিত করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্বায়ন এবং বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে আমদানি নির্ভর রাজস্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবেও আয়করের গুরুত্ব অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়কর অনুবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দেশের সকল নাগরিকের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের একটি সেবা ও পরিপালনমুখী কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যক্ষ রাজস্ব আদায়ে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক কর ব্যবস্থাপনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো স্বেচ্ছা পরিপালন (Voluntary Compliance) এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ। স্বেচ্ছা পরিপালন নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হলো করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর পরিপালনে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও ১৫ সেপ্টেম্বর 'জাতীয় আয়কর দিবস' পালিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদে কর প্রদানকারীগণকে সম্মাননা প্রদান, শোভাযাত্রা, সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হবে।

একটি সেবা ও পরিপালনমুখী প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রম ও এর মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি: স্বেচ্ছা পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে করদাতাগণ নিজের আয়কর নিজেই হিসাব করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন আয়কর বিভাগ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে। সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে কর পরিপালন (Tax Compliance) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৬-২০০৭ অর্থবর্ষে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা ছিল ৫.৩৫ লক্ষ (যার মধ্যে স্বনির্ধারণী রিটার্ন ছিল মাত্র ২৯%), যা ২০১২-১৩ করবর্ষে ১১.৬৫ লক্ষে উন্নীত হয়েছে (যার মধ্যে স্বনির্ধারণী রিটার্ন ৯০% এর বেশি)।

আয়কর রিটার্ন সহজীকরণ: বেতনভোগী ও স্বল্প আয়ের করদাতাগণের জন্য ৮ পৃষ্ঠার আয়কর রিটার্নের পরিবর্তে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আয়কর রিটার্ন প্রবর্তন করা হয়েছে।

ই-টিআইএন: আয়কর নিবন্ধন সহজ, নির্ভুল এবং ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর করার জন্য ১ জুলাই ২০১৩ থেকে অনলাইনে আয়কর নিবন্ধন (ই-টিআইএন) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-টিআইএন প্রদ্ধতি প্রচলনের ফলে করদাতাগণ ঘরে বসে অনলাইনে মাত্র কয়েক মিনিটে আয়কর নিবন্ধন করে কম্পিউটার জেনারেটেড টিআইএন সনদের প্রিন্ট নিতে পারছেন।

অনলাইনে কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল: আধুনিক, ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে অনলাইনে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে দুটি কর অঞ্চলে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সুবিধা বিদ্যমান আছে। পর্যায়ক্রমে সকল করদাতাকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করা যায় সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে দেশের সকল করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

অটোমেশন ও অন্যান্য সুবিধা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ও কর অধিক্ষেত্রের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরম, এসআরও, পরিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে, যা করদাতাগণ প্রয়োজনে ডাউনলোড করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিপিসি-তে বিআরটিএ, নির্বাচন কমিশন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগসহ বিভিন্ন দপ্তরের ডেটাবেইজের সাথে কানেকটিভিটি এবং স্বয়ংক্রিয় data capturing, data processing ও data matching সুবিধা থাকবে। সকল কর অঞ্চল/সেল/ইউনিট সিপিসির সাথে সংযুক্ত থাকবে। অটোমেশনের ফলে কর ফাঁকি রোধ এবং টিআইএন জালিয়াতিসহ অন্যান্য জালিয়াতি রোধ করা সহজ হবে। করদাতাগণ ঝামেলামুক্তভাবে সহজে সব ধরনের কর সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর ফলে কর পরিপালন ব্যয় (Compliance Cost) কমবে, করদাতাদের সময় বাঁচবে এবং কর পরিপালন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আয়কর মেলা: ২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মতো ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করে। মেলায় করদাতাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে ২০১১ সালে সকল বিভাগীয় শহরে এবং ২০১২ সালে সকল বিভাগীয় শহর ও ১০টি বৃহৎ জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। করমেলায় ওয়ানস্টপ সার্ভিসে করদাতাগণ টিআইএন নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ, কর পরামর্শ গ্রহণ, কর পরিশোধ এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ পান। বিগত তিন বছরে আয়কর মেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

আয়কর মেলার সন	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন টিআইএন ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহনকারী
আয়কর মেলা ২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা ২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা ২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩৪৬,৮৬৭

বাংলাদেশে কর সংস্কৃতির বিকাশে আয়কর মেলা যুগান্তকারী ইতিহাসের সূচনা করেছে। এ বছর আরো বৃহৎ পরিসরে কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ: কর প্রদানে নাগরিকদের উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী দশজন ব্যক্তি এবং দশটি কোম্পানিকে প্রতি বছর ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারীর মধ্য থেকে প্রতি বছর জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩৬৫ জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতারা কর প্রদানে উৎসাহিত হচ্ছেন।

কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন: বছরব্যাপী নিয়মিত কর সেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী-এ চারটি শহরে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে টিআইএন সংগ্রহ, আয়কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ, আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন সংগ্রহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা: আপিল, ট্রাইব্যুনাল ও আদালতে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এড়িয়ে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কর বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১২ থেকে সারাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং এতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যবস্থা মামলাজট কমাবে এবং বিরোধ-সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়ে গতি সঞ্চার হবে।

কর অডিট ব্যবস্থার সংস্কার: স্বনির্ধারণী পদ্ধতির সাফল্যের মূল শর্ত কার্যকর অডিট ব্যবস্থা যা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির অপব্যবহার রোধে চেক এন্ড ব্যালেন্স হিসাবে কাজ করে। অডিট ব্যবস্থা সংস্কারের অংশ হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১১ সালে সদস্য (অডিট, ইন্টেলিজেন্স ও ইনভেস্টিগেশন), প্রথম সচিব (অডিট) এবং দুটি দ্বিতীয় সচিবের পদে সৃজন করেছে। উন্নত বিশ্বের মডেলে অডিট ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করে ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রথম বারের মতো ডেস্ক অডিট ও ফিল্ড অডিট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

কর ফাঁকি তদন্ত ও গোয়েন্দা কার্যক্রম: কর ফাঁকি উদঘাটন ও তদন্তের মাধ্যমে কর পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর আইনে পরিবর্তন এনে তদন্ত সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রতিটি কর অঞ্চলে কর গোয়েন্দা সেল গঠন করা হয়েছে।

ডেটা ফরেনসিক ল্যাব: গোয়েন্দা ও তদন্ত কাজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে একটি অত্যাধুনিক ডেটা ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বিশ্বের সর্বাধুনিক কম্পিউটার ফরেনসিক সুবিধা সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ল্যাবটি পুরোদমে চালু হলে data mining, transaction tracking, evidencing জালিয়াতি, শনাক্তকরণসহ ডিজিটাল ডেটা ফরেনসিক কাজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জন করবে। এতে কর ফাঁকি উদঘাটন সহজ হবে এবং কর পরিপালনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কর তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ: কর তথ্য সংগ্রহের জন্য সমন্বিত ও পৃথক জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন করদাতা শনাক্ত এবং তাদের করনেটভুক্ত করা হচ্ছে। জরিপের পাশাপাশি স্পট এসেসমেন্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করদাতাকে করনেটের আওতায় আনা হচ্ছে। আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন করদাতার সংখ্যা ৯১০২৬।

আন্তর্জাতিক কর: আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি (evasion) ও পরিহার (avoidance) মোকাবেলা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কর বিষয়ক তথ্য বিনিময় এবং দ্বৈতকর পরিহার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১১ সালে সদস্য (ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেস), প্রথম সচিব (ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেস) ও একাধিক সচিবের পদ সৃজন করেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক কর বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা এসেছে।

ট্রান্সফার প্রাইসিং ব্যবস্থার প্রবর্তন: অর্থ আইন ২০১২-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কর আইনে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের বিধান সংযোজন করা হয়। ট্রান্সফার প্রাইসিং কাজে সক্ষমতা অর্জনের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির কার্যক্রম চলছে। ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের কার্যক্রম শুরু হলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের কর ফাঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এতে মূলধন পাচারও হ্রাস পাবে।

করসেবার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে কর আইনজীবী নিবন্ধন: করদাতার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে কর উপদেশ গ্রহণের চাহিদা বাড়লেও কর আইনজীবীর সংখ্যা সে হারে বাড়েনি। এদিকে লক্ষ্য রেখে চার হাজারেরও অধিক নতুন কর আইনজীবীকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। কর আইনজীবী নিবন্ধনের এ উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন কয়েক হাজার লোক কর আইনজীবী হিসেবে self-employed হবেন, অন্যদিকে দেশের সকল অঞ্চলের করদাতাগণও সহজে ও স্বল্প খরচে কর উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেন, যা কর পরিপালনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আয়কর বিভাগের উপযুক্ত সংস্কার কার্যক্রমের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

আয়কর আদায়ে অসামান্য অগ্রগতি: ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত আয়কর বিভাগ টানা ৬ বার লক্ষ্যমাত্রার অধিক রাজস্ব আদায় করেছে, যা বাংলাদেশের রাজস্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে আয়কর আদায়ের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ১১% এর মতো। আয়কর বিভাগের সংস্কার কার্যক্রমের ফলে ২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩ সময়ে আয়কর আদায়ের গড় প্রবৃদ্ধি ২৯.৩৮% এ উন্নীত হয়েছে, যা এশিয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি।

অর্থবছর	মূল লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	আদায় (কোটি টাকা)	উদ্বৃত্ত /ঘাটতি (কোটি টাকা)	প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৬-০৭	৮,৯২৪	৮,৯২৪	৮,৭২১	-২০৩	২১.৮
২০০৭-০৮	১১,০০৫	১১,০০৫	১১,৭৪৫	৭৪০	৩৪.৭
২০০৮-০৯	১৩,৫৩৮	১৩,৫৩৮	১৩,৮৫৮	৩২০	১৮.০
২০০৯-১০	১৬,৫৬০	১৬,৫৬০	১৭,০৪২	৪৮২	২৩.০
২০১০-১১	২১,০০৫	২২,১০৫	২৩,০০৭	৯০২	৩৫.০
২০১১-১২	২৭,৫৬১	২৭,৮৬১	২৮,৬৫২	৭৯১	২৪.৫
২০১২-১৩	৩৫,৩০০	৩৫,৩০০	৩৬,৫৬৬	১,২৬৬	২৭.৬

মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধি: প্রত্যক্ষ কর (progressive) বিধায় এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ফলে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মোট কর রাজস্বের বেশিরভাগ অংশ প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের প্রত্যক্ষ করের অবদান ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবর্ষে মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান ছিল ১০% এর কম, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে ৩৫% ধরা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৫০% ছাড়িয়ে যাবে।

অর্থ বছর	প্রত্যক্ষ কর (%)	পরোক্ষ কর (%)
১৯৭২-৭৩	১০	৯০
১৯৭৫-৭৬	১৩	৮৭
১৯৮৫-৮৬	১৬	৮৪
২০০০-০১	১৯	৮১
২০০৫-০৬	২২	৭৮
২০১০-১১	২৯	৭১
২০১৩-১৪ (বাজেট)	৩৬	৬৪
২০২০-২১ (প্রক্ষেপিত)	৫১	৪৯

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: সিঙ্গাপুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Vriens & Partners কর্তৃক ২০১১ সালে পরিচালিত জরিপে কর ব্যবস্থাপনার মানদণ্ডে বাংলাদেশ এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে দ্বাদশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে।

সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে একটি দক্ষ, পেশাদার, আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সেবাধর্মী প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন হিসেবে বাংলাদেশের আয়কর বিভাগ এশিয়ার মডেল আয়কর বিভাগের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১ ভাদ্র ১৪২০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন এবং ১৬-২২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী আয়কর মেলার আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতা, কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আয়করের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে কর সংস্কৃতি বিকাশের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর খাতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কর বিভাগের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর বিভাগের অটোমেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান আয়কর আইনকে আরও সহজ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও "ই-পেমেন্ট" চালুর ফলে করদাতাগণ এখন অনলাইনে কর দিতে পারছেন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলায় আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে কর প্রদানে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়কর খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রাজস্ব অর্জিত হচ্ছে। আয়কর খাতে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

'আয়করে প্রবৃদ্ধি, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি'- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে এ বছরের জাতীয় আয়কর দিবস ও আয়কর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন'। এ আয়োজন দেশের কর ব্যবস্থার উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে-এ প্রত্যাশা করছি।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা হ্রাস করে আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি জাতীয় আয়কর দিবস ও আয়কর মেলা-২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে চতুর্থবারের মতো আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস এবং ১৬-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এবারই প্রথমবারের মতো সকল জেলা শহর ও পার্বত্য জেলাসমূহে মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। 'ইন্টারনেটে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন একেবারে সোজা' এই শ্লোগান দিয়ে এ বছর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, কর বিভাগের সম্প্রসারণ পুণর্গঠন এবং অটোমেশনের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং কর অঞ্চল-৮, ঢাকায় অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ই-পেমেন্টের আওতায় যে কোন করদাতা ঘরে বসে নিশ্চিন্তে আয়কর জমা দিতে পারছেন। করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে চালু করা হয়েছে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র। এই অর্থবছরের প্রথম দিন থেকেই চালু করা হয়েছে ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন ও পদ্ধতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই সকল উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করের খাতকে গতিশীল করছে এবং অধিকতর কর রাজস্ব আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এজন্য আয়কর দিবস ও আয়কর মেলা ২০১৩ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং সম্মানিত সকল করদাতাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আয়কর দিবস এবং আয়কর মেলা কর সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এই আয়োজন রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ করের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করছে। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি পূরণে সঠিকভাবে আয়কর প্রদান করা সকল সুনাগরিকের দায়িত্ব। সকল করদাতা স্বপ্রণোদিত হয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়কর প্রদান করবেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করে।

আয়কর দিবস এবং মেলা ২০১৩ অর্থবহ ও সফল হোক এ কামনা করি।

(মোঃ গোলাম হোসেন)

সদস্য
কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ দেশব্যাপী 'জাতীয় আয়কর দিবস' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন' এবং শ্লোগান হ'ল 'আয়করে প্রবৃদ্ধি, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি'। দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি করদাতাগণকে সম্মাননা এবং ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও আয়োজন করা হচ্ছে ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে বর্ণাঢ্য র‍্যালিসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের। সকল জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হচ্ছে বিশেষ ক্রোড়পত্র। রেডিও-টেলিভিশনে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। এ সবের অভিন্ন উদ্দেশ্য হ'ল দেশের মানুষের মধ্যে কর সচেতনতা বৃদ্ধি করা; কর সংস্কৃতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করা এবং আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। আমি জাতীয় আয়কর দিবসটি উদযাপনের প্রাক্কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের পক্ষ থেকে সম্মানিত করদাতাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জাতি হিসেবে আমাদেরকে মর্যাদাবান ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে নিজস্ব সম্পদ-নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এ জন্য অধিক হারে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ আবশ্যক। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশেও আয়করই রাজস্ব আহরণের প্রধান খাত হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম। তবে গত কয়েক বছরে আয়কর খাতে সরকারের নানাবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটলেও এখন পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরণে আয়করের অবদান ৩৬%। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ অত্যাবশ্যক। কেননা আয়কর কেবল জাতীয় রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠারও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আয়কর খাতকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ও কর অধিক্ষেত্রের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরম, এসআরও, পরিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে, যা করদাতাগণ প্রয়োজনে ডাউনলোড করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিপিসি-তে বিআরটিএ, নির্বাচন কমিশন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগসহ বিভিন্ন দপ্তরের ডেটাবেইজ-এর সাথে কানেকটিভিটি এবং স্বয়ংক্রিয় data capturing, data processing ও data matching সুবিধা থাকবে। সকল কর অঞ্চল/সেল/ইউনিট সিপিসির সাথে সংযুক্ত থাকবে। অটোমেশনের ফলে কর ফাঁকি রোধ এবং টিআইএন জালিয়াতিসহ অন্যান্য জালিয়াতি রোধ করা সহজ হবে। করদাতাগণ ঝামেলামুক্তভাবে সহজে সব ধরনের কর সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর ফলে কর পরিপালন ব্যয় (Compliance Cost) কমবে, করদাতাদের সময় বাঁচবে এবং কর পরিপালন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আমরা চাই করদাতাগণ স্বেচ্ছায় কর অফিসে আসুক এবং সার্বিক করদাতা-বান্ধব পরিবেশে তারা কর প্রদান করুক। সেই লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের পাশাপাশি কর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় আয়কর খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হোক এবং জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩ এর সকল আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হোক এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

মোঃ বশির উদ্দিন আহমেদ

corporate communications | NBR | Income Tax Fair 2013

সৌজন্যে

জনতা ব্যাংক লিমিটেড — উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার — www.janatabank-bd.com
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
BASHUNDHARA GROUP — For The People, For The Country
PARTEX STAR GROUP — a legacy with a new face forward
NOVOAIR
Stamford University Bangladesh
হামদর্দ
PLFS PEOPLE'S LEASING And Financial Services Ltd.
WALTON
SUPER STAR GROUP
Transcom
আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ